দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY -1 5 1999

পৃঃ ৩ কলাম ৫

দুর্নীতি ও অনিয়মের দরুন চাটমোহর থানায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ব্যাহত

পাবনা সংবাদদাতা ।। বিভিন্ন দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার দরুন চাটমোহর থানায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে।

অভিযোগে প্রকাশ, বর্তমানে চাটমোহর থানায় ফৈলজানা ইউনিয়নের ১১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১১টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ডিবিগ্রাম ইউনিয়নের ৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা ও ১টি স্যাটে-

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

চাটমোহর থানায়

(৩য় পৃঃ পর)

লাইট বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচী চালু রহিয়াছে। মোট ৪ হাজার ২ শত ৭৩ জন শিক্ষার্থীর এই কর্মসূচীর আওতায় সুযোগ পাওয়ার কথা। নিয়মানুযায়ী যে সকল শিক্ষার্থীর গড় হাজিরা শতকরা ৮৫ ভাগ শুধুমাত্র সেই সকল শিক্ষার্থীর প্রতিমাসে ১৫ কেজি হারে খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার কথা। অপরদিকে একই পরিবারের মোট ২ জন শিক্ষার্থী এই সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। ২ জনের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রত্যেকে মাসে ১০ কেজি করিয়া মোট ২০ কেজি খাদ্য পাইবে। হিসাব অনুযায়ী চাটমোহর থানায় প্রতিমাসে ৬০ হাজার ৭ শত ৮৫ কেজি খাদ্যদ্রব্য বরাদ্দ রহিয়াছে গত বৎসর (১৯৯৮) প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কোন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ না করায় ইতিমধ্যেই ফৈলজানা ইউনিয়নের ৬টি ও ডিবিগ্রামের ৩টি বিদ্যালয়কে এই কর্মসূচীর আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে ইউনিয়ন দুইটির যে বিদ্যালয়গুলিতে এই কর্মসূচী চালু রহিয়াছে সেগুলির অধিকাংশের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও নানারকমের অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। যাহার মধ্যে মুখ দেখিয়া শিক্ষার্থী তালিকা প্রণয়ন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও প্রভাবশালীদের ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয় স্বজনের সন্তানদের অগ্রাধিকার প্রদান অসহায় ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা ও ওজনে কারচুপি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি এলাকাবাসী স্বাক্ষরিত এবং পাবনা ৩ আসনের সংসদ সদস্য ওয়াজি উদ্দিন খান সুপারিশকৃত এক অভিযোগপত্রে ডিবিগ্রাম ইউনিয়নের কাটাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে খাদ্য বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ করিয়া থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে তদন্তের অনুরোধ জানানো হইয়াছে। অভিযোগপত্রে বলা হইয়াছে, সভাপতি গত বৎসরের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর অর্থাৎ তিনমাসে ২ শত ১৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৮ হাজার ৩ শত ৮৫ কেজি খাদ্য উত্তোলন করিয়া নিজ বাড়ীতে রাখিয়া ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ৪৫ কেজির স্থলে ৩০ কেজি করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রদান করেন। ওজনে কারচুপির কথাও বলা হয়। ইহা ছাড়াও ২৫-জন শিক্ষার্থীকে খাদ্য প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। একই ধরনের ঘটনা ঘটিয়াছে একই ইউনিয়নের খৈরাশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ইহা ছাড়াও ডিবি গ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী সরকার ও মেম্বার মোঃ আফজাল হোসেন অভিযোগ করেন যে, বাঙ্গালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি 'শিবিখা'র জন্য শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে নগদ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এ ব্যাপারে থানা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, অভিযোগগুলি তাহারাও পাইয়াছেন এবং উহা তদন্তাধীন আছে। তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হইলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।